হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, জুলাই ২০১০, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

পৃথিবী জুড়ে মার্ক্সবাদের অপমৃত্যু দেখে অনেকেই আনন্দিত হতে পারেন। ভুলে যাওয়া উচিত নয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হেরে গেলে সব ধ্বংস করে যাওয়ার পোড়ামাটি নীতি মার্ক্সবাদী সোভিয়েটের আবিষ্কার। তাই মার্ক্সবাদীরা শেষ হয়ে যাবার আগে যতটা পারবে ভারতকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে।

- শিবপ্রসাদ রায়

সি পি এমের তাণ্ডব তৃণমূলী সমর্থন

দুর্গাপূজা মণ্ডপের সামনে অবৈধ দোকান নির্মাণ

উস্থি থানার অন্তর্গত রাজারহাটের মুরগীহাটা বাজারের দুর্গাপূজা কমপক্ষে ৬০ বছরের পুরাতন। নির্দিষ্ট জায়গাটিতে ওখানকার হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রায় ৩ প্রজন্ম ধরে পূজা চালাচ্ছেন। তাই ওই দুর্গামণ্ডপের সামনে কোন দোকানঘর কেউই নির্মাণ করেনি।

গত ১৬ ই জুন ২০১০, বহিরাগত জনৈক আখতার আলি সেখ (দেউলা, সুলতানপুর, থানা-বিষ্ণুপুর) এলাকার সি পি এম আশ্রিত সমাজবিরোধী কামালউদ্দিনের সহযোগিতায় ওই দুর্গামণ্ডপের সামনে জোর করে একটি দোকান নির্মাণ করে। স্থানীয় হিন্দু ব্যবসায়ীরা বাধাদান করলে কামালউদ্দিন ব্যাপক বোমাবাজি ক'রে দোকানের কাজ সম্পূর্ণ করে। স্থানীয় হিন্দুরা দলবদ্ধ হয়ে উস্থি থানাতে লিখিত ডায়েরী (GD No 880/16-16-2010) করে।

ব্যাপারটি মিটিয়ে নেওয়ার জন্য উস্থি থানার ও. সি. একটি মিটিং-এর পরামর্শ দেন। ওই দিন রাত আটটার সময় মণ্ডপের জায়গায় মিটিং চলাকালীন কামালউদ্দিন তার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে হামলা চালায়। প্রতিবাদী হিন্দু যুবক সমর মন্ডল অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য ছিল। সুযোগ বুঝে কামাল সোর্ড দিয়ে সমরকে আঘাত করলে মুখ কেটে গলগল করে রক্ত রেরোতে থাকে। সমরের ১২০০ টাকা ছিনতাই করা হয়। সমরের মা সমিতাদেবী ছেলেকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। মিটিং পণ্ড হয়। স্থানীয় লোকজন উস্থি থানায় খবর দিলে পুলিশ আসে। পুলিশের সামনেই কামালউদ্দিন শাসানি দেয়, ''হিন্দুদেরকে রাজারহাটে থাকতে দেবো না'', ''এই মন্দিরের জায়গায় মিলাদ করবো'', ''প্রয়োজনে মসজিদ বানাবো'' ''গরু কাটবো-হিন্দুদের গরু খাওয়াবো''.....ইত্যাদি।

জনাকয়েক উস্থি থানার পুলিশের সামনেই কয়েক ঘন্টা হিন্দু বিরোধী তান্ডব চলে। সাংঘাতিকভাবে জখম সমর উস্থি থানায় কোনক্রমে পৌঁছে ডায়েরি করে (GD No. 898/16-06-2010)। পুলিশ সমরকে বাণেশ্বরপুর হাসপাতালে পাঠালে, সেখানে তার চিকিৎসা হয়। ডাক্তারী রিপোর্টে সমরকে অস্ত্র দিয়ে আঘাতের উল্লেখ রয়েছে।

এই ঘটনায় হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রমাদ গণে। এই

শেষাংশ ২য় পাতায়

মুসলিমদের জন্য আবাসনে সংরক্ষণ

আটকে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

পরপর নির্বাচনে বিপযস্ত হয়ে সি. পি.এম মুসলমান ভোট ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর ধুতির কোঁচা খুলে মুসলমানের পায়ের ধুলো ঝেড়ে দেবেন। রাজ্যের অর্থভান্ডার আগেই খুলে দিয়েছেন মাদ্রাসা ও মুসলমানের জন্য। কিন্তু মন পাওয়া যায় নি, তাই সংরক্ষণ। শুধু শিক্ষায় ও চাকরীতে নয়, সর্বক্ষেত্রে। তারই অঙ্গ হিসাবে কলকাতা নগর উন্নয়ন নিগম (কে. এম. ডি.এ) নির্মিত আবাসনে ২৬ শতাংশ ফ্ল্যাট সংরক্ষিত করে শুধু মুসলমানদের মধ্যে বিতরণের ঘোষণা করেছিল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে। কলকাতার বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপে এম আই জি ও এল আই জি ফ্ল্যাটগুলির জন্য দাম ধার্য করা হয়েছে যথাক্রমে ১১.৫০ লাখ টাকা ও ৪.৫০ লাখ টাকা।

রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গত ১২/৮/১০ তারিখে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জে.এন প্যাটেল ও বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য্যের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। মামলার আবেদনে বলা হয় যে, ফ্ল্যাট বিতরণে ধর্মীয় ভিত্তিতে এরকম সংরক্ষণের আদেশ ভারতের সংবিধানের ১৫ (১) নং ধারাকে লঙ্ঘন করছে। এর দ্বারা কে. এম. ডি.এ সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য মূলক আচরণ করছে। তাই এই আবাসনে ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণের আদেশ অসাংবিধানিক, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়।

বিচারপরিগণ এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য জানতে চাইলে সরকারি উকিল পি.এস. বোস বলেন যে কে.এম.ডিএ তাদের সিদ্ধান্ত সংশোধন করে নিয়েছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য নির্ধারিত ঐ ২৬ শতাংশ ফ্ল্যাট বর্তমানে সামাজিক ও আর্থিক অনগ্রসরদের মধ্যে বিলি করা হবে ধর্মের কথা না ভেবেই। অর্থাৎ আইনি প্রতিরোধের সামনে পড়ে সি.পি.এম পিছু হটল। জনস্বার্থ মামলাটি করেছিলেন কৃশানু মিত্র ও অমল চন্দ্র দাস। তাদের পক্ষে উকিল হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন অনিরুদ্ধ চ্যাটার্জি, কৌশিক চন্দ্র, জয়দীপ রায়, ধীরাজ ত্রিবেদী ও কিঞ্জল বড়াল। এখন দেখা যাক চাকরীতে মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ আইনের ধোপে টেকে কিনা।

তপন ঘোষকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ

আমেরিকার বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের আমন্ত্রণে আগামী আগষ্ট মাসে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ আমেরিকা ভ্রমণে যাচ্ছেন।

১৪ ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার ডঃ বাবু সুশীলন, যিনি আমেরিকায় হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে দীর্ঘদিন সক্রিয়। তিনি নিজে এই সম্মেলনে প্রত্যক্ষ করেছেন পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংহতির শক্তি ও সক্রিয়তাকে। প্রতিবছরের মত এবছর ৮ আগস্ট আমেরিকায় ১৬ তম হিন্দু সংগঠন দিবস পালিত হবে নিউ ইয়র্কে। পালন করবে 'ইন্ডিয়ান আমেরিকান ইন্টেলেকচুয়াল ফোরাম'। এই সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। সভাতে আরো উপস্থিত থাকবেন জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী, ভারতের প্রাক্তন সেনাপ্রধান; ডঃ সুব্রমনিয়াম স্বামী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, আনন্দশঙ্কর পাণ্ড্যা, আরও অনেকে। অন্য অনেক শহরেও এই ফোরামের পক্ষ থেকে সভা হবে। সেখানে সংহতির সভাপতি পূর্বভারত তথা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুর পরিস্থিতি তুলে ধরবেন।

আমেরিকার অপর একটি হিন্দু সংগঠন 'হিন্দু কংগ্রেস অফ আমেরিকা' (হিন্দু মহাসভা অফ আমেরিকা)। তাদেরও বাৎসরিক সভা হবে ১৪ আগস্ট। হাউসটন শহরে এই হিন্দু মহাসভার সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সংহতির সভাপতি তপন কুমার ঘোষ। এছাড়াও ওয়াশিংটন, ডালাস, সানফ্রান্সিসকো সহ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সম্মেলন আয়োজন করা হবে, যেখানে আমেরিকার বিভিন্ন হিন্দু প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের হিন্দুদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হবে বিশদ আলোচনা। হিন্দু কংগ্রেস অফ আমেরিকার সভাপতি দিলীপ মেহেতা এবং ইন্টেলেকচুয়াল ফোরামের নারায়ণ কাটরিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সংহতির সভাপতিকে বাংলাদেশ তথা পূর্ব ভারতের হিন্দুদের সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরার জন্য। তাঁরা অনুরোধ করেছেন যাতে তপনদা আমেরিকায় একমাস সময় দেন সেদেশে অনুষ্ঠিত এইসব সভার জন্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি.তে হিন্দুদের পক্ষ থেকে তপন ঘোষকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।

তপন ঘোষ কলকাতার মার্কিন দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করেছেন।

জাকির নাইক-এর ইংলন্ডে প্রবেশ নিষেধ

ডাঃ জাকির নাইক একজন বিখ্যাত ইসলামী ধর্ম প্রচারক। টিভিতে 'পীস্-টিভি' চ্যানেল খুললেই তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। পেশায় MBBS ডাক্তার এই ব্যক্তি ডাক্তারী না করে একটানা ইসলামের প্রচার ও হিন্দুধর্মের কুৎসা রটনা করে চলেছেন ভারতে বসে। ভারতে মুসলমানদের কাছে তার খুব কদর, কারণ তিনি ইংরাজী বলতে পারেন ও হিন্দুধর্মকে খুব গালাগালি করতে পারেন। এহেন কদরের ব্যক্তিটিকে ইংলন্ডের সরকার তাদের দেশে ঢুকতে দিল না। বৃটিশ সরকার জাকির নাইককে বৃটেনে প্রবেশের ভিসা দিতে অস্বীকার করল। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে ডাঃ জাকির নাইকের মত ব্যক্তি তাদের দেশে অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত।

ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি জাকিরের ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসাবে বৃটেনের স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীমতী তেরেসা মে বলেছেন যে, যারা জঙ্গী হিংসার প্রশংসা করে ও সমর্থন করে তাদেরকে ইংলন্ডে ঢুকতে দেওয়া সে দেশের আইনবিরুদ্ধ। তাই নাইককে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ইন্টারনেট প্রচারিত ভাষণে জাকির নাইক লাদেনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করছেন। তিনি ঘোষণা করছেন, 'যদি লাদেন ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাহলে আমি তার সঙ্গে আছি'। নাইক আরও ঘোষণা করেছেন, ''যদি লাদেন জঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, যদি লাদেন সব থেকে বড় সন্ত্রাসবাদী আমেরিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করে, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানেরই সন্ত্রাসবাদী হওয়া উচিত।'' এসব কথা বলে ভারতে পার পাওয়া যায়, কিন্তু বিদেশে চলে না।

ইংলন্ডের শেফিল্ড ও উইম্বলে অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে জাকির নাইকের ধর্মীয় বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা আর হল না। নাইক হুমকি দিয়েছেন তিনি বৃটেন সরকারের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করবেন। খবরে প্রকাশ, অনেক জেহাদী জঙ্গীই নাইকের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছে।

ইংলন্ডের উদাহরণ সামনে রেখে কানাডাও জাকির নাইককে সেদেশে ঢুকতে দেয় নি। কানাডাতেও একটা বড় ইসলামী ধর্মসভা হওয়ার কথা আছে। চোস্ত ইসলামিক বক্তা জাকির নাইককে কানাডা সরকার ঢুকতে না দেওয়ায় উদ্যোক্তাদের মাথায় হাত।

[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১৯-৬-১০]

আমাদের কথা

চাই লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা

হিন্দু সংহতির কর্মীরা সাহসের সঙ্গে নিজ নিজ স্থানে লড়াই করছে। বিধর্মীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হিন্দু অনেকদিন ভুলে গিয়েছে। তাই সংহতির কর্মীদের এই লড়াই অনেক স্থানে হিন্দুদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। তাদের সমর্থন আমরা পাচ্ছি। কিন্তু তাদের সহযোগিতা পেতে আরও কিছু সময় লাগবে। কারণ, আমরা এই লড়াইকে ধরে রাখতে পারব কিনা এ বিশ্বাস তৈরী হতে এখনও কিছুটা দেরী। আমাদের চোখের সামনে একটা উদাহরণ আছে। সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াইকে ধরে রাখতে পারবেন মমতা ব্যানার্জ্জী, সর্বসাধারণ মানুষের মধ্যে এই আস্থা তৈরী হতে দশ বছরেরও বেশী সময় লেগেছে। মমতার লড়াইয়ে যে কোন খাদ নেই এ বিশ্বাস মানুষের ছিল। কিন্তু ঐ দোর্দন্ডপ্রতাপ সি পি এমের বিরুদ্ধে লড়াই কি মমতা ধরে রাখতে পারবেন? এ প্রশ্ন মানুষের মধ্যে ছিল। তাই সি পি এমের দ্বারা অত্যাচারিত মানুষের পাশে যখন মমতা ছুটে যেতেন, তখন শুধু সেই অত্যাচারিত মানুষগুলো আর তাদের একান্ত নিকটজন মমতার পিছনে দাঁড়াতেন, তাঁর ডাকে সাড়া দিতেন। অন্যরা সি পি এমের অন্যায় অত্যাচার বুঝেও মমতার সঙ্গে যেতে সাহস পেত না। কিন্তু মানুষ যখন দেখল, যেখানেই সি পি এমের অত্যাচার অনাচার, সেখানেই মমতা এবং মমতাকে দমানো যাচ্ছেনা, কেনা যাচ্ছে না, মমতা আপোষ করছেন না, তখন মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে মমতা লড়াইকে ধরে রাখতে পারবেন।

আর মিডিয়া? এই মিডিয়া, একমাত্র বর্তমান পত্রিকা ছাড়া, মমতাকে কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপই না করেছে, কি বিরোধিতাই না করেছে! আজকাল পত্রিকার কথা তো ছেড়েই দিন, কম্যুনিষ্ট বিরোধী আনন্দবাজার পত্রিকাও কিভাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্লজ্জ দালালি করে মমতার বিরুদ্ধে হেন কথা নেই যে বলেনি, প্রচার করেনি। আনন্দবাজার পত্রিকা অনেক টাকা মাইনে দিয়ে গালাগালি বিশেষজ্ঞ সুমন চট্টোপাধ্যায়কে (দাড়িওলা) পুষেই রেখেছিল শুধু মমতাকে গালাগালি দিয়ে ব্যঙ্গ করে তাঁর মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য। কিন্তু মমতাকে যখন সেই সব বাধা পার হলেন, তখন বাজারের রক্ষিতার মত আনন্দবাজার তার বাবু পাল্টালো। এখন স্টার আনন্দের অ্যাঙ্কর সাংবাদিক যখন মমতার সাক্ষাৎকার নেয়, তার মুখের ভাব দেখে মনে হয় যেন ভক্তের ভগবানপ্রাপ্তি হয়েছে। ধন্য আনন্দবাজার। সে তার বাজারী নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছে।

সুতরাং, সাধারণ মানুষ থেকে আনন্দবাজার, সবাই আজ মমতার পাশে। মমতার আপোষহীনতা ও সি পি এম বিরোধী লড়াইয়ে ধারাবাহিকতা—এই আস্থা অর্জনের প্রধান কারণ।

এই উদাহরণকে সামনে রেখে হিন্দু সংহতির কর্মীদেরও সেই আপোষহীনতা, সেই দুর্জয় সাহস ও লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। মানুষ আমাদের পাশে আসবেই। কারণ মুসলিমদের সংখ্যা, কট্টরতা ও আগ্রাসী মনোভাব বেড়েই চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের লোভে তোষণ করে মুসলিমদের ওই মানসিকতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আর মমতা ব্যানার্জ্জী তো মুসলিম তোষণে সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি রাজ্যের ক্ষমতায় বসার পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা নিয়ন্ত্রণের বাইলে চলে যাবে। তখন বাংলার অত্যাচারিত নিপীড়িত হিন্দু যেন তার পাশে হিন্দু সংহতির কর্মীদেরকে দেখতে পায়। ততদিন পর্যন্ত লড়াইকে ধরে রাখতে হবে। কিন্তু তার জন্য অনেক মূল্যও দিতে হবে। অনেক ত্যাগ, অনেক বলিদান স্বীকার করতে হবে। মাথা ফাটবে, রক্ত ঝরবে, গ্রেফতার হবে, জেল হবে। সংহতি কর্মীরা যেন ভুলে না যায়, মমতার লড়াইয়ের শুরুতেই ১৩ জন অনুগামী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল ২১ শে জুলাই। আমরাও সেই বলিদান দিতে পারলে জয় আমাদের হবেই। মানুষ আমাদের পাশে আসবে। বাঙালি হিন্দুর পায়ের নীচের মাটি, মা বোনের ইজ্জত আর ধর্ম আমরা বাঁচাতে পারব। পারব এই বাংলার বুকে আর একবার ইসলামিক বিভাজন রুখতে, পারব বাঙালি হিন্দুকে রিফিউজী হওয়ার অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

সি পি এমের তাণ্ডব তৃণমূলী সমর্থন.....

প্রাচীন দুর্গাপূজার সামনের প্রতিবন্ধকতা হটানোর জন্য তারা সংঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করে। পরদিন মুসলমান পক্ষকে সমর্থন করতে ময়দানে নামে এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূল নেতা গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। সে প্রকাশ্যে তার দলবল নিয়ে বাজারের মধ্যে চিৎকার করে বলে, হিন্দুদের এখানে বাস করতে গেলে মুসলমানদের আদেশ মানতে হবে। বেশী ঝামেলা করলে এখানে হিন্দুদের থাকতে দেবো না। আখতার আলির ওই অবৈধ দোকান বহাল থাকবে বলে গিয়াসউদ্দিন শাসাতে থাকে। গিয়াস আরও বলে, কোন এলাকায় পুলিশ ঢুকতে গেলে এখন থেকে তৃণমূলের অর্ডার নিতে হবে।

গিয়াসের দলবল চলে যাওয়ার পর কামালউদ্দিন পুনরায় এসে সমর মন্ডলের একটি দোকান দখল করার চেষ্টা করে। পরে ভাঙচুর ও দোকান ঘরটিতে অগ্নিসংযোগ ও করে। দেখা যায় হিন্দু বিরোধী ওই তাণ্ডবে সি পি এম ও তৃণমূল মুসলমান দুষ্কৃতিরা একজোট হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে

ভূপালে ভারত রক্ষা মঞ্চের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ বিশিষ্ট হিন্দু সংগঠক সূর্যকান্ত কেলকরের প্রচেষ্টায় প্রখ্যাত ভারত চিন্তাবিদ গোবিন্দচার্য্যজীর উপস্থিতিতে ভয়াবহ অনুপ্রবেশ সমস্যার গভীরতা, ভারতীয় সমাজে প্রভাব ও তার প্রতিকার অনুসন্ধানে গঠিত হল ''ভারত রক্ষা মঞ্চ''। ২৭শে জুন এক অনুষ্ঠানে ভূপাল শহরের সহকারী ব্যাঙ্কের সমন্বয় ভবনের সভাগৃহে ভারতমাতা, শিবাজী মহারাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ ও দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সারাদিনে অনুষ্ঠানে চারটি অধিবেশন ছিল ঃ উদ্বোধন, আলোচনা, প্রতিনিধিদের শলা-পরামর্শ, প্রস্তাব গ্রহণ ও সমাপ্তি ভাষণ। সারা দেশ থেকে দশটি রাজ্যের প্রতিনিধি শতাধিক, বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর ভাবে পীড়িত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহারের প্রতিনিধিগণ 'ভারত রক্ষা মঞ্চের' এই ১ম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধন পরবর্তী সত্রে সভাপতিত্ব করেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। বাংলা ও আসামে অনুপ্রবেশের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করে অনুপ্রবেশকারী বহুল এলাকায় হিন্দুদের দুর্দশার কাহিনী তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজ কাশ্মীর বা দেশের মধ্যে অনেক ছোট বড় মুসলিম বহুল এলাকায় হিন্দুরা পরিপূর্ণভাবে তাদের সংস্কৃতি, জীবনযাপন, সুরক্ষা বজায় রাখতে অক্ষম। তাই তাদের রক্ষার ভার দেশের অন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার হিন্দুদেরই নিতে হবে। তারা রুখে দাঁড়ালেই হিন্দু সংখ্যালঘু এলাকায় তারা সুরক্ষিত থাকবে আর অনুপ্রবেশকারীদেরও হঠানো যাবে।

উদ্বোধনী সত্রে সূর্যকান্তজী এই নতুন সংগঠনের পরিযোজনা ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রথম সত্রের সভাপতি ও সভার মূল ভাষণে গোবিন্দচার্য্যজী বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী জনসমাজ ভারতীয় জীবনধারাকে অস্তিত্বের সংকটে সম্মুখীন করছে।

মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্ট রাজ্যসভার সদস্য রঘুনন্দন শর্মা, কয়েক জন বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি সমন্বয়ে, ভারত রক্ষা মঞ্চের এই অধিবেশন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্ব পেয়েছিল। শেষ সত্রে গোবিন্দচার্য্যের ভাষণ শুনতে সভাগৃহ ভরে গিয়েছিল।

সূর্যকান্তজী একটি অ্যাডহক অখিল ভারতীয় সমিতি এবং প্রাদেশিক (ম, প্র) ও নগর (ভূপাল) সমিতি ঘোষণা করেন।

হিন্দু সংহতির তপন ঘোষ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি হিসাবে এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজনীতিবিদ তপন কুমার ঘোষ মঞ্চের বাংলা প্রান্তের আহ্বায়ক রূপে ঘোষিত হয়েছেন। অখিল ভারতীয় উপদেষ্টামন্ডলীতে বিশেষ সদস্যরা হলেন ঃ মা. গোবিন্দাচার্য্য জী, মা. ইন্দ্রেশকুমারজী, এস গুরুমূর্তি, বি. এল শর্মা প্রেম প্রমুখ।

ভারতে অনুপ্রবেশের সমস্যা যে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তা বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা বিবৃত ঘটনার দ্বারা পরিস্ফুট।

মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা নিজেদের মহল্লা বানাচ্ছে। সুযোগ পেলে হিন্দু এলাকায় সংগঠিত ভাবে আক্রমণও করছে। এলাকার দখল পেলেই তারা প্রমুখ স্থানটিতে মসজিদ, গোমাংসের দোকান ও মুসলিম হোটেল তৈরী করছে। আবার উপনগরীর এলাকা গুলিতে অটোরিক্সা, রিক্সাভ্যান, ঠিকা কাজের মেয়ে, কাঠের কাজ, টায়ার রিসোলিং প্রভৃতি কাজে তারা একাধিকার কায়েম করেছে। কংগ্রেস ও অবিজেপি দলগুলি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বিরোধী একটি কথাও বলছে না বলে প্রতিনিধিগণ মত প্রকাশ করেন।

ভারত রক্ষা মঞ্চের এই অধিবেশনে হিন্দু সংহতির অন্য প্রতিনিধিরা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দে, শ্রীমন্থন আর্য্য ও উপানন্দ ব্রহ্মচারী।

হাওড়া জেলার পার গুস্তিয়ায়

আবার হিন্দুদের উপর আক্রমণ

গত ১৩ই জুন বেলা ১২ টা হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার পার গুস্তিয়া দিঘিরপাড় গ্রামে নিরাপদ দলুই নামে এক ব্যক্তি মারা যান। তার শবদাহ চলছিল গ্রামের শ্মশানে। পাশেই ফুটবল মাঠ। ঐ সময় কিছু মুসলমান যুবক পাওয়ার বল খেলতে আসে। যারা শবদাহ করছিল তারা মুসলমান যুবকদের ২ ঘন্টা পরে খেলতে আসার জন্য বলে। তখন ঐ ছেলেরা মাঠের এক পাশে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করে এবং আবার খেলতে শুরু করে। তখন শবযাত্রীরা দ্বিতীয়বার খেলতে মানা করতে গেলে মুসলমান যুবকেরা বলে, বেশী বাড়াবাড়ি করলে সবাইকে শ্মশানে দিয়ে দিব। একজনকেও ফিরে যেতে দেব না। একথা শুনে হিন্দুরা রেগে গিয়ে বাধা দিলে মারপিট শুরু হয়ে যায়। তখন মুসলমানরা একটু বেশী মার খেয়ে চলে যায় এবং পাড়ায় নিজেদের মধ্যে দল তৈরী করে। বেলা যখন ৩টা শ্মশান থেকে শবদাহ করে ফিরে যখন বাজারে আসে তখন প্ল্যান করে হিন্দুদের উপরে আক্রমণ শুরু করে। হিন্দুরা রুখে দাঁড়ায়। দুই পক্ষের মধ্যে ইট ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। হিন্দুদের ১৮ জনের মত আহত হয়। গুরুতর অবস্থায় ৮ জনকে হসপিটাল নিয়ে যেতে হয়। বেশ কয়েকজনকে হসপিটালে থাকতে হয়। তারা হলেন (১) মলয় ঘড়ুই (হাড় ভাঙা), (২) স্বপন দলুই (মাথা ফাটা) (৩) জয়দেব সাঁতরা (বুকে ইটের আঘাত) (৪) বেচুরাম দলুই (মাথায় ইট মারে) (৫) গণেশ মাজী (মুখে ইটের আঘাত) (৬) সৌমেন গায়েন (মাথায় ইটের আঘাত) (৭) বিমলা সাঁতরা (হাত ভাঙ্গা) ও তার ছেলের (মাথায় ইটের আঘাত) (৮) সৌমেন সাঁতরা (৯) অভিজিৎ সাঁতরা (১০) মানিক সাঁতরা ও আরো অনেকে। দুই পক্ষের মধ্যে যখন প্রবল সংঘর্ষ চলছে তখন বাপি মল্লিক নামে একজন মুসলমান পাইপগান বার করে। হিন্দুরা তখন পিছু হটতে থাকে। এইমত অবস্থায় সামনে T.M.C পার্টি অফিসের পতাকা ফেলে দেয় এবং মমতা ব্যানার্জীর ছবিসহ হোর্ডিং ছিঁড়ে পায়ে মাড়ায়।

হামলাকারীরা হিন্দুদের কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করে। যেমন (১) যুবরাজ দলুই (চায়ের দোকান) (২) দিবাকর দলুই (মিষ্টির দোকান) (৩) রমেশ হাম্বীর (T.V দোকান) (৪) সমর পরামাণিক (সেলুন) (৫) সমীর মাজী (জুতার দোকান) (৬) রামচন্দ্র বীড়া (সবজি) (৭) অরুণ মাজী (মুরগী) (৮) বরুন মাজী (চায়ের দোকান)।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা যায়, এই সমস্ত ঘটনা ঘটানোর জন্য যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা হল (১) সেলিম দেওয়ান, (২) আমিন সেখ (৩) হালিম দেওয়ান (৪) বুলি সেখ (৫) বাপি মল্লিক (৬) সিরাজুল সেখ (৭) হাফিজুল সেখ (৮) আকরম্ সেখ (৯) বিয়াজুল মল্লিক (১০) সৈদুল (১১) সিরাজ দেওয়ান (১২) ফারুক সেখ (১৩) আনিসুর সেখ (১৪) ইলিয়াস সেখ (১৫) বাবুল সেখ (১৬) লালটু সেখ (১৭) মইদুল সেখ (১৮) কাবুল সেখ (১৯) কালো সেখ (২০) রুইল সেখ (২১) খোকন সেখ। এদের সঙ্গে আরো ১০০ জনের বেশী মস্তান যুবক। এই সমস্ত ঘটনা ঘটার এক ঘন্টার মধ্যে পুলিশ পোষ্টিং হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে জগৎবল্লভপুর থানার O.C, B.D.O, Joint B. D. O, সভাপতি, সহসভাপতি উপস্থিত হন। হিন্দুদের সান্ত্বনা ও থামিয়ে রাখার জন্য ১৫ ই জুন উভয় পক্ষের এবং রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে শান্তি কমিটি তৈরী করে। ১৮ ই জুন ঐ সমস্ত ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতারা গ্রামবাসীদের নিয়ে শান্তি মিছিল করেন।

একই ঘটনা ঘটেছিল একবছর আগে কালী পুজোর ফাংশনের সময় মেয়েদের শ্লীলতাহানি ও দোকান ভাংচুর হয়। তখন শান্তি কমিটি শান্তি মিছিল হয়। তারপর আবার এই আক্রমণ ঘটে। তাই শান্তি কমিটি, শান্তি বৈঠক, শান্তি মিছিল করে কি মুসলিমদের সঙ্গে শান্তিতে থাকা যাবে?

কাশ্মীরিয়ত্! সেটা কী জিনিস?

তপন কুমার ঘোষ

কাশ্মীর আবার উত্তপ্ত। শ্রীনগরের রাস্তায় সি. আর. পি.-র গুলিতে মরছে কাশ্মীরি কিশোর। আর ঐ কিশোররাই আবার বাগে পেয়ে নির্মমভাবে হত্যা করছে (Lynching) সি. আর. পি. এফের জওয়ানদের। টিভির পর্দায় রোজ দেখা যাচ্ছে শ্রীনগরের রাস্তায় পাথর ছোঁড়া বালক-কিশোরদের। গুলি- বোমার থেকেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কিশোরদের হাতের পাথর। সেনা নামাতে হয়েছে। অর্থাৎ কাশ্মীরে শান্তির আশা নেই। কাশ্মীর নামের ক্ষতস্থান দিয়ে ভারতমাতার রক্তক্ষরণ হতেই থাকবে।

এই রক্তক্ষরণের যন্ত্রণার মধ্যেও একটা মজার জিনিস দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী ও বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা মণিশংকর আইয়ার টিভি-র পর্দায় বলছেন, যেহেতু সামনে বালক কিশোররা রয়েছে তাই সি.আর.পি-র আরও বেশী সংযত হওয়া উচিত ছিল। এই কথা বলার সময় তাঁর মুখ ক্রোধে লাল হয়ে যাচ্ছে। আবার তাঁরই সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব বলছেন যে, সি.আর.পি চূড়ান্ত সংযত আচরণ করছে। এই পরস্পরবিরোধী দুরকম মতের কোন্‌টা যে কেন্দ্রীয় সরকারের মত, অথবা তার অন্তরাত্মা ম্যাডাম সোনিয়ার মত—তা বোঝা যাচ্ছে না। আর কাশ্মীরের মুফ্‌তি, জিলানী, গিলানী, ইয়াসিন-এরা তো ভারতের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীদের গালাগালি দিচ্ছেই। এসব দেখে পাশেই পাকিস্তানে বসে ষড়যন্ত্রের নায়করা মুচকি মুচকি হাসছে তাদের পরিকল্পনা সফল হতে দেখে। তদন্তে জানা গিয়েছে, জেহাদী জঙ্গী সংগঠনগুলি পয়সা দিয়ে কাশ্মীরের বালক কিশোরদের দিয়ে ওই পাথর ছোঁড়ানোর ব্যবস্থা করছে। ওই পয়সা দিচ্ছে পাকিস্তানের আই.এস.আই, অর্থাৎ পাকিস্তানের না-পাক সরকার।

মুম্বাইতে ২৬/১১/০৮ জেহাদী হামলার পরে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে বার্তালাপের (Dialogue) ব্যাপারে মুখে একটু রাগী রাগী ভাব দেখিয়েছিল। সে ভন্ডামির পিরিয়ড-টা শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার বার্তালাপ চলছে। আর পাকিস্তান আয়ুব খাঁর নীতি মেনে ভারতের শরীরে ব্লেড মেরেই চলেছে (Thousand Cuts)। কখনও বা কাসভ্-এর হাতে গ্রেনেড, একে ৪৭, কখনও বা কাশ্মীরি কিশোরের হাতে পাথর।

প্রত্যেকবার বার্তালাপের পরই পাকিস্তানের মন্ত্রী-নেতারা বলছে কাশ্মীর সমস্যাই হচ্ছে মূল সমস্যা। আগে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হোক, তবেই ভারত পাকিস্তানে শান্তি হবে। কাশ্মীরের উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদেরও সেই একই রা। পাকিস্তানের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথার কি অপূর্ব মিল।

সুতরাং, কাশ্মীর নিয়ে ভাবতেই হবে। কাশ্মীরের সমস্যাটা কী, বা কাশ্মীরকে নিয়ে সমস্যাটা কী? মূল সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করার আগে কাশ্মীর বিষয়ে কয়েকটি দরকারী তথ্য বলে নেওয়া যাক। রাজ্যটির নাম জম্মু ও কাশ্মীর। রাজ্যটি মুসলিম প্রধান। এই রাজ্যের অধিবাসী ভারতের যে কোন রাজ্যে গিয়ে জমি কিনতে পারে, স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে, ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারে। কিন্তু ভারতের অন্য কোন রাজ্যের লোক, এমনকি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিও কাশ্মীরে গিয়ে এক ছটাক জমিও কিনতে পারবেন না। কারণ ভারতের সংবিধানে কাশ্মীর ও কাশ্মীরদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই 'ইম্পেশাল' ব্যবস্থার নাম '৩৭০ ধারা'। আমাদের সংবিধানের এই ধারা অন্য কোন রাজ্যের জন্য নেই। আরও শুনুন। ভারতের সব রাজ্যের নাগরিকই 'ভারতের নাগরিক'। কিন্তু কাশ্মীরে দুরকমের নাগরিকত্ব। 'ভারতের নাগরিক' ও 'রাজ্যের নাগরিক' (State Subject)। ওই রাজ্যের নাগরিকদের দুরকমের নাগরিকত্ব বহন করতে হয়। 'রাজ্যের নাগরিকত্ব' দেওয়ার মালিক রাজ্য সরকার। কেন্দ্র সরকারও নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও নয়, নির্বাচন কমিশনও নয়। এই দুরকরমের নাগরিকত্বও ৩৭০ ধারার কৃপায়। এর ফলে জম্মু কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর জীবন অভিশপ্ত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর মনমোহন সিং, আদবানিরা তো পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে দিল্লী-পাঞ্জাবে বসলেন। তাই তাঁরা আজ দেশের মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন। কিন্তু পাকিস্তান থেকে চলে আসা যে সব রিফিউজী হিন্দু শিখরা জম্মু কাশ্মীরে গিয়ে বসলেন, তাঁরা ভারতের নাগরিকত্ব পেলেন, কিন্তু রাজ্যের নাগরিকত্ব পেলেন না। ফলে এরা লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেন, কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার এদের নেই। এমনই ৩৭০ ধারার মহিমা। আরও মহিমা আছে। ভারতের সংসদে পাশ

হওয়া কোন আইন জম্মু কাশ্মীর রাজ্যে লাগু হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত আইনটি ঐ রাজ্যের বিধানসভায় পুনরায় পাশ না হয়। এ যেন দেশের মধ্যে আর এক দেশ। ভারতের পিছনে এরকম একটি আছোলা বাঁশ দিয়ে গেছেন যিনি, ভাগ্যের কি পরিহাস; তিনিও একজন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ সন্তান। নাম তাঁর জহরলাল নেহেরু, যাঁর 'গোরী লিপ্সা'র মূল্য দিতে গিয়েই দেশের এই সর্বনাশ।

শুধু ৩৭০ ধারা আর দেশের মধ্যে দেশই নয়। ওই রাজ্য যেন ভারতের ঘরজামাই। তাই ওই রাজ্যের জন্য ভরতুকি দিয়ে সস্তায় চাল-গম-চিনি জোটাতে হয়, ওদের বহু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হয়।

কিন্তু এত করেও দীর্ঘ ৬৩ বছরেও ওদের মন পাওয়া যায়নি। ওই কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে জুড়ে রাখতে ওখানে সাড়ে পাঁচ লক্ষ সেনা ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন রাখতে হয়েছে। আমরা কাশ্মীরিদেরকে দিচ্ছি বিশেষ অধিকার, চাল, গম, টাকা। আর ওরা আমাদের উপহার দিয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু রিফিউজী, আর প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচটি করে কফিনবদ্ধ আমাদের সেনাদের মৃতদেহ।

এইবার বলি কাশ্মীর সমস্যাটা কী? ওরা বলে, মানে কাশ্মীরের মুসলমানরা বলে, কাশ্মীর নাকি একটি বিশেষ রাজ্য। প্রকৃতি অথবা মতান্তরে আল্লাতালা এই রাজ্যকে আলাদা ভাবে তৈরী করেছেন, যার জন্য এটা ভূস্বর্গ। এখানকার মাটি জল হাওয়ার এমনই বৈশিষ্ট্য যে এখানকার সংস্কৃতিই অনন্য, সারা ভারতের থেকে আলাদা। এই সংস্কৃতির নাম কাশ্মীরিয়ত্। এ অমূল্য। এ সংস্কৃতি বড় নরম, কোমল। যেন লজ্জাবতী লতা। সহজেই পায়ের চাপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এই অমূল্য সংস্কৃতিকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। আর তার জন্য চাই কাশ্মীরের স্বাধীনতা, আজাদী। অর্থাৎ, কাশ্মীরিরা ভারতীয় নয়, তারা একটা আলাদা জাতি। (এতে জিন্নার দাবীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন?)

অবশ্য তাদের একাংশের মত যে কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক। তাতেই ওদের আত্মা তৃপ্ত হবে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ভারত দাদাগিরি করে ওদের এইসব দাবী মানছে না। সুতরাং, নিদেনপক্ষে স্বায়ত্বশাসন বা অটোনমি (Autonomy) চাই সাধের কাশ্মীরিয়ত্ কে রক্ষা করার জন্য।

আসুন, এইবার একটু এই 'কাশ্মীরিয়ত্' এর প্রকৃত চেহারাটা দেখা যাক। কাশ্মীরের বিশেষ জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতির জন্য যদি সেখানকার একটি বিশেষ কৃষ্টি বা সংস্কৃতি থেকেই থাকে, তাহলে তার অংশীদার তো হবে সেখানকার বসবাসকারী সব মানুষরা, সে তার ধর্ম, ভাষা যাই হোক না কেন। আর যারা যত প্রাচীনকাল থেকে কাশ্মীরে আছে, তারা তো তত বেশী সেই সংস্কৃতির শরিক হবে। ইতিহাস থেকে সাক্ষ্য নিন, কারা কাশ্মীরের মাটিতে অনেক বেশীদিন ধরে আছে? সেখানকার হিন্দুরা না মুসলমানরা? কাশ্মীরের নামকরণ হয়েছে কাশ্যপ মুনির নাম থেকে। সেই কাশ্যপ মুনির সময় মুসলমানরা কাশ্মীর তো দূরের কথা পৃথিবীর বুকেই ছিল না। কাশ্মীরের প্রাচীন অথচ আজও জীবন্ত তীর্থ তুষারলিঙ্গ অমরনাথ। এই অমরনাথের গুহায় দেবাদিদেব শংকর পার্বতীকে মৃত্যুলোকের কথা বা অমৃততত্ত্ব শুনিয়েছিলেন। তাই এর নাম অমরনাথ। এইসব কাহিনী যতকাল আগে রচিত হয়েছে বা যতকাল আগে অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছিল, তখন এই কাশ্মীরে মুসলমানরা ছিল? কারা এইসব কথা কাহিনী তৈরী করেছিল? হিন্দুরা নয়? কল্‌হনের লেখা কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিনী' যখন লেখা হয়েছিল তখন মুসলমানরা কোথায় ছিল? অমরনাথ তীর্থ যে জেলায় অবস্থিত, সে জেলার নাম অনন্তনাগ। এই অনন্তনাগের কথা কোরান-হাদীসে পাওয়া যায়, না বেদ পুরাণে পাওয়া যায়? এই অনন্তনাগ কি কাশ্মীরি সংস্কৃতির বাইরে? তাহলে আজ কাশ্মীরিয়তের ধ্বজাধারীরা অনন্তনাগের নাম পাল্টে সব জায়গায় ইসলামাবাদ কেন লিখে দিয়েছে? ইসলামাবাদটা কাশ্মীরিয়তের অন্তর্গত হয়ে গেল? কাশ্মীরে ইসলাম আগে এসেছে, না অনন্তনাগ নামটা আগে এসেছে? শ্রীনগরের বুকে ডাল লেকের ধারে পাহাড়ের চূড়ায় শংকরাচার্য্যের প্রাচীন মন্দির আছে। আছে পুঞ্চে বুঢ়া অমরনাথ মন্দির, আছে জম্মুতে বৈষ্ণোদেবী, আছে রঘুনাথ মন্দির, আছে ক্ষীরভবানী মন্দির, এসবই অতি প্রাচীন মন্দির। এসব মন্দিরে আজও সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ হয় বহু হাজার লক্ষ বছর ধরে। কাশ্মীরের জল হাওয়া মাটিতে এগুলো মিশে আছে। এগুলো কাশ্মীরি সংস্কৃতির অঙ্গ হল না, আর দুদিনের দাড়ি-টুপি, এই বোরখা, নামাজ-আজান, নারায়ে তক্‌বীর কাশ্মীরি সংস্কৃতির অভিন্ন অঙ্গ হয়ে গেল?

ভূ-প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্যই যদি কাশ্মীরি সংস্কৃতি একটা কোন বিশেষ বস্তু হয়, তাহলে ঐ মাটির সন্তান, আবহমান কাল ধরে ঐ ভূমিতে বসবাসকারী হিন্দুদেরকে তোমরা অত্যাচার করে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে কেন? কেন কাশ্মীরে তিন হাজার মন্দির ভেঙে দিলে? কাশ্মীরিয়ত্ যদি একটা আলাদা সংস্কৃতিই হবে, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে তোমাদের এত গলাগলি কিসের? তোমাদের ছেলেরা পাকিস্তানে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে দিল্লীতে এসে বোমা ফাটায়। এটাই কি কাশ্মীরিয়ত্?

হ্যাঁ বন্ধু, এটাই ওদের কাশ্মীরিয়ত্। এই নামটা একটা ধোকা। ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ কাশ্মীরিয়ত-এর খোসাটা একটু ছাড়ান। দেখতে পাবেন বিশুদ্ধ ইসলামিয়ত্। তাই তো ওখানে অমুসলমানের স্থান হয় না। তাইতো কাশ্মীরের ভূমিপুত্র পন্ডিতদের হতে হয় বিতাড়িত। আজ ২০ বছর তারা জম্মু আর দিল্লীতে রিফিউজী ক্যাম্পে দিন কাটাচ্ছে। আজ সময় এসেছে ঐ কাশ্মীরিয়তের নামে ইসলামিয়ত্ এর মুখোশ খুলে দেওয়ার। তা না হলে ঐ ইসলামিয়ত যেমন গোটা ইসলামী দুনিয়াতে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা চালাচ্ছে, গোটা বিশ্বকে করে তুলেছে জঙ্গী হানার শঙ্কায় শঙ্কিত, আর আমাদের কাশ্মীরকে করে তুলেছে রক্তাক্ত, তেমনি আরও প্রশ্রয় পেলে গোটা ভারতকে করে তুলবে রক্তাক্ত, ক্লেদাক্ত। আমাদের দেশমাতৃকার ওই অবস্থা আমরা হতে দিতে পারিনা। ভারতকে কাশ্মীর হতে দেব না। কাশ্মীরকে ভারত করব।

এর জন্য চাই তথাকথিত কাশ্মীরিয়তের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে ওর ভিতরের ইসলামিয়ত এর শক্ত হাতে মোকাবিলা করা। এজন্য চাই ভন্ডামিমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি। করণীয় কাজগুলি হবে ঃ জম্মু কাশ্মীরের সমস্ত বিশেষ অধিকার বাতিল করা, ৩৭০ ধারা অবিলম্বে খতম করা, সারা ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত সেনাদেরকে কাশ্মীরে জমি দিয়ে তাদের ওখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া, কাশ্মীরের ধর্মীয় জনবিন্যাস পাল্টে দেওয়া, যারা আজাদীর কথা বলে তাদেরকে কঠোর দেশদ্রোহিতার আইনে জেলে পোরা, পাকিস্তানের এজেন্টদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া, সমস্ত কাশ্মীরি পন্ডিতদের নিজ বাসস্থানে ফিরিয়ে আনা, জেহাদীদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত সমস্ত মন্দির পুনর্নির্মাণ করা, আর সরকারী ব্যবস্থায় হিন্দুদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া।

কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলা করতে গিয়েই আমাদের শ্যামাপ্রসাদ প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর পবিত্র রক্তকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। কাশ্যপ মুনির নামাঙ্কিত কাশ্মীর, অমরনাথের কাশ্মীর, অনন্তনাগের কাশ্মীর, ভারতের ছিল, আছে, থাকবে।

হিন্দু সংহতির

মহিলা সম্মেলন

বাংলার গ্রামে গ্রামে আজ হিন্দু মেয়েরা আক্রান্ত। তাদের ইজ্জত বিপন্ন। তার উপর চলছে নারী পাচারের ব্যবসা। চলছে লাভ জেহাদের চক্রান্ত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে

প্রথম মহিলা সম্মেলন

১ লা আগষ্ট, রবিবার, বেলা ১.০০ টায়।
স্থান ঃ স্টুডেন্টস হল, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

কেরলে শরীয়তী বিধান

অধ্যাপকের হাত কাটা হল

কেরলে শরীয়তী বিধান চালু হয়ে গেল। না, সরকার করে নি। শরীয়ত ভক্তরা নিজেরাই চালু করে দিল। শরীয়তে আদেশ আছে—চোর যে হাত দিয়ে চুরি করেছে, শাস্তি হিসাবে চোরের সেই হাতটাই কেটে ফেলা। সুতরাং, কেরলের ইডুক্কি জেলার নিউম্যান কলেজের মালয়ালম ভাষার অধ্যাপক জোসেফ, পয়গম্বর মহম্মদ সম্বন্ধে কিছু আপত্তিজনক কথা লিখেছিলেন এই অভিযোগে শরীয়ত ভক্তরা তাঁর ডান হাতটাই কেটে দিল।

২৭শে জুন এই নারকীয় ঘটনাটি ঘটেছে সেই রাজ্যে, যে রাজ্যে শিক্ষার হার ভারতে সব থেকে বেশী এবং যে রাজ্যে কম্যুনিষ্টরা দীর্ঘদিন রাজত্ব করছে। ইসলামিক মৌলবাদের শিকড় কত গভীর হচ্ছে ও কত ছড়াচ্ছে এই ঘটনা তা প্রমাণ করে।

অধ্যাপক জোসেফের সম্বন্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি ক্লাসে প্রশ্নপত্র তৈরীর সময় হজরত্ মহম্মদ সম্বন্ধে কিছু অপমানসূচক কথা লিখেছেন। এই অভিযোগে গত মার্চে মাস থেকেই তাঁকে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নয় ইসলাম ভক্তরা। ২৭ জুন সকাল সাড়ে আটটায় অধ্যাপক জোসেফ যখন তাঁর মা ও বোনের সঙ্গে একটা গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছিলেন এর্নাকুলাম জেলার মুভাত্তুপুঝা শহরে, প্রায় দশজন দুষ্কৃতকারী এসে তাঁর গাড়ী আটকায়। তাদের হাতে ছিল দা, কুড়ুল ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্রশস্ত্র। জোসেফের বোন স্টেলা জানান, দুষ্কৃতিরা তাঁদেরকে অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে। অধ্যাপকের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয় এবং তাঁর ডান কব্জি থেকে হাতটি কেটে নেওয়া হয়। কাটা হাতটি দুষ্কৃতিরা রাস্তার পাশের একটি বাড়ির প্রাঙ্গণে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অধ্যাপকের বৃদ্ধা মা'ও এই হামলায় আহত হন। বোন স্টেলা জানান যে এর পূর্বেও দুষ্কৃতিরা তিনবার তাঁদের বাড়িতে ঢুকে হুমকি দিয়ে গেছে।

এই ঘটনায় এ পর্যন্ত ১৫ জনকে পুলিশ ধরেছে, যদিও এদের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

অধ্যাপকের লেখা ঐ প্রশ্নপত্রের ঘটনায় গত মার্চ মাসে ইডুক্কি জেলায় বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন তীব্র হিংসাত্মক প্রতিবাদ করেছে। তাতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়েছে। নিউম্যান কলেজের চারিদিকে আইনি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে হয়েছে। ঐ ঘটনার পরে অধ্যাপক জোসেফকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল এবং তাঁকে কলেজ থেকে সাসপেন্ড করা হয়। তারপরেও এই ঘটনা ঘটল।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সেখানকার মুসলমানরা এ দেশের আইন কতটা মানে। তাদের ধর্মের উপর কেউ আঘাত করলে তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে শরীয়তী বিধানে শাস্তি দিচ্ছে। অথচ ভারতের সমস্ত কারাগারে যেসব মুসলিম সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা জেল খাটছে, তাদের জন্য কিন্তু শরীয়ত অনুসারে শাস্তির দাবী তারা করছে না। তাদের এই দুমুখো নীতির ভণ্ডামি ভারতবাসীকে সহ্য করতে হচ্ছে।

[সূত্র ঃ ডেইলি পাইওনিয়ার, ৪-৭-১০]

মালদা জেলার ১৭ মাইল গ্রামে

হিন্দুদের উপর তাণ্ডব

মালদা জেলার কালিয়াচক মহকুমার বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত ১৭ মাইল গ্রামে বাঁধের গায়ে জমি হিন্দুরা প্রায় ৩ বছর যাবত চাষ করে আসছে যেটা P.W.D-র জায়গা। গুলজার টোলা যা বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত এবং নাসিরটোলা যা কালিয়াচক থানার অন্তর্গত। এই দুই গ্রামের মুসলমানরা একত্রিত হয়ে গত ১৮ই মে ঐ অঞ্চলের প্রধান জামাল হোসেনের নেতৃত্বে গুলজার টোলার (১) মঞ্জুর সেখ, (২) করমতুল্লা সেখ, (৩) তাজামুল সেখ, (৪) রাব্বুল সেখ, (৫) সাবির হোসেন, (৬) বাইরুল সেখ, (৭) ইলিয়াস সেখ, (৮) আজাদ সেখ, (৯) রহমতুল্লা সেখ (১০) নাসির টোলার (১) হোসেন আলি (২) জমিদার সেখ (৩) সফিকুল সেখ (৪) কালু সেখ (৫) জাকির হোসেন, আরো প্রায় ৫০ জন মুসলিম একত্রিত হয়ে বেলা ১২.৩০ টার সময় হাতে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, পিস্তল, তীর ধনুক, বল্লম, মাসকেট ও আরো আগ্নেয়াস্ত্র সহ হঠাৎ করে গোবিন্দ মন্ডলের বাড়ীতে আক্রমণ করে। গোবিন্দ মন্ডলের বাবা লক্ষীন্দর মন্ডলকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। বোমার আঘাতে লক্ষীন্দর বাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় ধারালো হাসুয়া দিয়ে লক্ষীন্দর বাবুর ডান পায়ে কোপ মারে। লক্ষীন্দর ঐখানে পড়ে থাকে। এমতাবস্থায় গ্রামের লোকেরা বেরিয়ে আসলে তাদেরকে লক্ষ্য করে এবং আশপাশের বাড়ীতে বোমা ছুড়তে থাকে। ফলে সুধীর সাহা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অনেকে বোমায় আহত হয়ে পড়ে। শুভঙ্কর মন্ডল এবং দিলীপ মন্ডলকে হাসুয়ার কোপ মারে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছালে পুলিশের সহযোগিতায় তিনজনকে মালদা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষীন্দর বাবুর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় নেতারা এসে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তাও ব্যর্থ হয়। হিন্দুরা একত্রিত হয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। হিন্দুরা ছাড়ার পাত্র নয়। তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। মুসলমানরাও প্রস্তুত হচ্ছে। এলাকা এখন খুবই উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। হিন্দুদের এখন মরণ বাঁচনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

পার্ক সার্কাস হিন্দু পাড়ায়

মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা

পূর্ব কলকাতার পার্ক সার্কাসে গোবরা এলাকা হিন্দু মুসলমানের মিশ্রিত এলাকা। কিন্তু এরই মধ্যে বামুনপাড়ায় আসগর মিস্ত্রি লেন সম্পূর্ণ হিন্দু এলাকা। এখানে এবং এর আধ কিলোমিটারের মধ্যে কোন মুসলমানের বাস নেই। এই আসগর মিস্ত্রি লেনে একটি ৩ কাঠা পরিমাণ ছোট খেলার মাঠ আছে। বহুদিন থেকে পাড়ার বাচ্চারা ঐ মাঠে খেলাধূলা করে। গত কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎ দেখা গেল কিছু মুসলমান এসে ঐ মাঠটি মাপজোপ করছে। স্থানীয় হিন্দুরা প্রশ্ন করায় তারা বলল যে, মাঠটি নাকি ওয়াকফের সম্পত্তি। তাই ওরা বাউন্ডারী ওয়াল দেবে। একথা শুনে হিন্দুদের মাথায় হাত। হিন্দু এলাকায় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি কি করে হল! মুসলিমদের কাছে ঐ জমি সংক্রান্ত ওয়াক্‌ফের রেকর্ড দেখতে চাওয়া হল। কিন্তু তারা কোন রেকর্ড বা কাগজ দেখাতে পারল না। কিন্তু তাদের জবরদস্তি যে মাঠ তারা ঘিরবেই। তারা একটা বোর্ড এনে লাগিয়ে দিল এবং কিছু ইট-বালি ওখানে ফেলল। তখন স্থানীয় সিপিএম নেতারা ওদের হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করল যে, সামনে নির্বাচন। তাই তারা যেন এখন পাঁচিল না দেয়। নির্বাচনের পরে যেন দেয়। মুসলিমরা ঐ বোর্ড পুঁতে ও ইট-বালি ওখানে রেখেই চলে গেল। তারা হুমকি দিয়ে গেল যে, ওখানে তারা মসজিদ তুলবেই, কেউ আটকাতে পারবে না।

গত ১৩ই জুন মুসলিমরা আবার দল বেঁধে এল। এবার তাদের সঙ্গে পুলিশ। মাঠে দেওয়াল দেওয়ার জন্য মাটি খোঁড়া শুরু করল। ইতিমধ্যে হিন্দু সংহতির দপ্তরে খবর এসে গিয়েছিল। সংহতি কর্মীরা আগে থেকেই এলাকার মানুষকে প্রতিবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সুতরাং পাড়ার বহু হিন্দু এবং মহিলারা বড় সংখ্যায় এগিয়ে এসে বাধা দিল। সেদিন মুসলিমরা কাজ করতে না পেরে ফিরে গেল। তারপরেই শুরু হয়ে গেল রাজনীতির খেলা। পাড়ার মানুষদেরকে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া হল তারা যেন প্রতিবাদ করতে এগিয়ে না যায়। পরের দিন সি.পি.এম. ওই স্থানের পাশেই অন্য বিষয়ে মিছিল করল পাড়ার হিন্দুদেরকে প্রতিবাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য। আর তৃণমূল তো মুসলমানদের সঙ্গে আছেই। মুসলিম তোষণের এই রাজনৈতিক খেলায় এলাকার হিন্দুদের সংগঠিত প্রতিবাদকে বিভাজিত ও কমজোর করে দেওয়া হল। এই সুযোগে ১৪, ১৫ ও ১৬ই জুন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হুমায়ুন কবীরের উপস্থিতিতে পুলিশের প্রোটেকশনে বহিরাগত মুসলমানরা প্রায় ১০ ফুট উঁচু দেওয়াল তুলে জায়গাটা ঘিরে দিল। ছোটদের খেলার মাঠ চিরতরে হারিয়ে গেল।

হিন্দুরা যে ঐ একদিন বাধা দিয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় মুসলিমরা ১৭ জুন গোটা পার্ক সার্কাসে পথ অবরোধ করে যান চলাচল ব্যাহত করে দেয়। উদ্দেশ্য, প্রশাসনকে ও হিন্দুদেরকে বোঝানো যে তাদেরকে বাধা দিলে তারা গোটা এলাকাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। গোবরায় নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য বহু এলাকায় চাঁদা তোলার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গোবরা এলাকাতেই গত অক্টোবর মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মুসলিমরা আক্রমণ করেছিল ও কয়েকটি মন্দিরে হামলা চালিয়েছিল। পার্ক সার্কাস এলাকা থেকে হিন্দুদের বাড়ি বিক্রি করে চলে যাওয়ার ঘটনা আগেই শুরু হয়েছে। কলকাতার ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে সংহতি

২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবস। এই দিনটিকে স্মরণ করতে বনগাঁয় দুটি সভা করা হয়। প্রথম সভাটি হয় বনগাঁতে। হিন্দু সংহতির কর্মীরা শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতি নিয়ে বনগাঁ শহর পরিক্রমা করে এবং পরিক্রমা শেষে টাউন হল ময়দানে শ্যামাপ্রসাদের কর্ম ও জীবন নিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। বক্তব্য রাখেন অজিত অধিকারী, অমল পরামানিক, পার্থ হাওলাদের ও নিশীথ ঘোষ। দ্বিতীয় সভা হয় গাইঘাটা থানার মোড়ে। সেখানে পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি তপন রায়, দেবু পোদ্দার, দুলাল সমাদ্দার, সনজিত চক্রবর্ত্তী ও সুষেণ বিশ্বাস।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমিতির উদ্যোগে কলকাতার স্টুডেন্টস্ হলে ২৩ জুন বলিদান দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানেও হিন্দু সংহতির কর্মীরা যোগদান করেন। সভায় ভাষণ দেন বিভিন্ন বক্তারা। আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। তিনি শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং বক্তব্য রাখেন।

৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবস পালন করে শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতি। রেড রোড স্থিত শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। সকাল ১০ টায় মাল্যদান পর্ব শুরু হয়। রাজ্যপাল তথা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। বি. জে. পি সভাপতি রাহুল সিনহা, সমিতির সহ সভাপতি অমিতাভ ঘোষ, সম্পাদক মিহির সাহা, হিন্দু সংহতির সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দে। সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ মাল্যদান করেন এবং ভাষণ প্রদান করেন। ওইদিন বিকালে দুর্গানগরে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণে সভায় বক্তৃতা দেন তপন ঘোষ ও সুষেন বিশ্বাস।

ত্রুটি সংশোধন ঃ— গত জুন সংখ্যার পত্রিকায় প্রথম পাতায় একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল ''মমতার সরকারী অনুষ্ঠানে নারায়ে তক্‌দীর''। 'তক্‌দীর' শব্দটি ভুল ছাপা হয়েছে। তার পরিবর্তে হবে 'তক্‌বীর'। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com